পৌরনীতি ও নাগরিকতা
(Civics and Citizenship)

ইউনিট ১

পৌরনীতি হল নাগরিকতা সম্পর্কিত বিজ্ঞান। আধুনিককালে রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া প্রত্যেক অধিবাসীর জন্য অপরিহার্য এবং মর্যাদার। নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের সঙ্গে অধিকার ও কর্তব্যের একটি সম্পর্ক গড়ে উঠে। পৌরনীতি মূলত রাষ্ট্র ও নাগরিক সম্পর্কিত জ্ঞান। নাগরিকের স্থানীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সম্পর্কে আলোচিত হয়। পৌরনীতি পাঠে নাগরিকেরা তাদের অধিকার ও কর্তব্য, রাজনীতি সচেতন হয়। পরিপূর্ণ জীবন গঠন ত্বরান্বিত হয়। তাই রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকের পৌরনীতি ও নাগরিকতা পাঠ অত্যন্ত জরুরি। এ অধ্যায়ে পৌরনীতির সাথে জড়িত বিভিন্ন বিষয় যেমন- পৌরনীতি, নাগরিকতা, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের উৎপত্তি ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

পাঠ-১.১ পৌরনীতি ও নাগরিকতা (Civics and Citizenship)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পৌরনীতি ও নাগরিকতা সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের মতামত জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সিভিটাস, জাতি রাষ্ট্র, মর্যাদা, অংশগ্রহণ, চিন্তা চেতনা, সম্পর্ক

পৌরনীতি ও নাগরিকতা দুটি প্রত্যয়ের সমষ্টি। কিন্তু বিষয়বস্তু একই। পৌরনীতি শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ Civics। Civics শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ Civis এবং Civitas থেকে। Civis অর্থ হল নাগরিক (Citizen) এবং Civitas অর্থ হল নগর রাষ্ট্র। অর্থাৎ Civics মানে সে শাস্ত্র যা নগররাষ্ট্র বা রাষ্ট্রে বসবাসকারী নাগরিকদের নিয়ে আলোচনা করে। পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ে রাষ্ট্রের আলোচনায় নাগরিক আরও বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

পৌরনীতি শাস্ত্রে যাত্রা শুরু মূলত প্রাচীন গ্রীসে। প্রাচীন গ্রীসে নাগরিক ও নগররাষ্ট্র পরস্পর অবিচ্ছেদ্য ছিল। তৎকালীন গ্রীসের সকল জনসাধারণ নাগরিক ছিলেন না। কেবল যারা রাষ্ট্রের শাসনকার্যে অংশ নিতেন তারাই নাগরিকত্ব লাভ করেন। তাই Civics নামক বিষয়টি ছিল কেবল রাষ্ট্র ও নাগরিক সম্পর্কিত জ্ঞানের সমষ্টি। নগররাষ্ট্রের সাথে নাগরিকের সম্পর্ক, কার্যাবলি, নাগরিকের সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদিই আলোচিত হত।

এফ আই গ্লাউড বলেন "যে সকল অভ্যাস, প্রতিষ্ঠান, অভ্যাস, কার্যাবলি ও চেতনার দ্বারা মানুষ রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে এবং অধিকার ভোগ করতে পারে, তার অধ্যয়নই পৌরনীতি।

উপরের সংজ্ঞাগুলো থেকে পৌরনীতি বলতে কি বুঝায় তা স্পষ্ট। কিন্তু এই পৌরনীতি যখন নাগরিকের জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়ে আলোচনা করে তখনই তা পৌরনীতি ও নাগরিকতা (Civics & Citizenship)।

সনাতন জ্ঞানের সাথে নাগরিক জীবনের আধুনিক চিন্তা চেতনা, কর্মসূচি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভিন্নধর্মী সম্পর্কগুলো একত্রে আলোচনাই এর উদ্দেশ্য।

আধুনিককালে রাষ্ট্র ও নাগরিকের সম্পর্কে অনেক পরিবর্তন এসেছে। বর্তমান রাষ্ট্রগুলো আয়তনে যেমন বৃহৎ তেমনি জনসংখ্যাও বেশি। যেমন বাংলাদেশের আয়তন ১৪৭৫৭০ বর্গকিলোমিটার ও জনসংখ্যা ১৬ কোটির বেশি। তারা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। প্রাচীন গ্রীসের মত এখন কোন দেশেই সকল নাগরিকের পক্ষে শাসনকার্যে অংশ নেয়া বা সুযোগ দেয়া প্রায় অসম্ভব। তাই শাসন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ধরণে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। যুক্ত হয়েছে নানা ধরনের বিধি-বিধান। বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রেই নির্দিষ্ট বয়সের (১৮ বছর) পূর্বে শাসনকার্যে অংশ নিতে পারে না। কিন্তু সকল বয়সের নাগরিকগণ রাষ্ট্র প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে। অর্থাৎ নাগরিকগণ রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করে। নাগরিকদেরকে রাষ্ট্র প্রদত্ত এই মর্যাদার বিষয়টিই হল নাগরিকতা। বর্তমানে পৃথিবীতে যেমন- ফিনল্যান্ড, সুইডেন অনেকগুলো ঘোষিত কল্যাণমূলক রাষ্ট্র রয়েছে। সেসব রাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দু হল নাগরিক। মূলত রাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দু নাগরিকের অবস্থান নিশ্চিত করাই পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ের মূল উদ্দেশ্য। পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয় পাঠের মধ্য দিয়ে নাগরিকগণ সুনাগরিক হিসেবে তৈরি হয়, নাগরিক চেতনা, সুকুমার মনেবৃত্তির বিকাশ, অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয় যা সুস্থ ও সুন্দর জীবন উপভোগ করতে সাহায্য করে। বিশেষ করে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলিতে যেখানে নাগরিকেরা বিভিন্নভাবে অবহেলিত সে সব দেশে কিভাবে নাগরিকদের আরও অংশ গ্রহণমূলক করা যায় তার জন্য পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয় জরুরি।

বিশ্বায়নের এই যুগে প্রত্যেকটি নাগরিকের কর্মকান্ডই রাষ্ট্রের জন্য গুরুত্বপুর্ণ। ভাল কাজ করলে তা আন্তর্জাতিকভাবে যেমন রাষ্ট্রের জন্য সুনাম বয়ে আনে তেমনি মন্দ কাজ করলে রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর হয়। বাংলাদেশ দ্রুত উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। এ গতির সাথে তাল মিলিয়ে নাগরিকের নাগরিক চেতনাও (civics sense) উন্নত হওয়া উচিত। পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয় অধ্যয়নে একজন নাগরিক সহজেই সুনাগরিকের গুনাবলি অর্জন করতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	পৌরনীতি ও নাগরিকতাকে নিজের ভাষায় সংজ্ঞায়িত করুন।

সারসংক্ষেপ

পৌরনীতি ও নাগরিকতা সামাজিক বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা। যার উত্থান আজ থেকে আড়াই হাজার পূর্বে প্রাচীন গ্রীসের নগর রাষ্ট্রে। এটি নাগরিক জীবনের সাথে জড়িত কার্যাবলি, অভ্যাস, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, নাগরিকের অধিকার কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে। রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলার নিমিত্তেই মূলত পৌরনীতি ও নাগরিকতা নামক জ্ঞানের সৃষ্টি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.১

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। Civics শব্দটির উৎপত্তি কোন ভাষার শব্দ থেকে–

(ক) ফরাসি (খ) ইংরেজি (গ) ল্যাটিন (ঘ) হিব্রু

২। পৌরনীতি প্রত্যয়টির সাথে নাগরিকতা যুক্ত করার অর্থ কি?

i) কেবল নাগরিক বিষয়ে আলোচনা

ii) রাষ্ট্র নিয়ে আলোচনা

iii) রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকের সম্পর্ক জোরদার করা

নিচের কোনটি সঠিক

ক) i খ) i ও ii গ) ii ও iii ঘ) iii

পাঠ-১.২ পৌরনীতি ও নাগরিকতার বিষয়বস্তু (Content of Civics and Citizenship)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পৌরনীতি ও নাগরিকতা নাগরিকের কোন্ কোন্ বিষয়ে আলোচনা করে তা সম্পর্কে অবগত হবেন।

মুখ্য শব্দ	অধিকার, কর্তব্য, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, স্থানীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক

পৌরনীতি ও নাগরিকতা নামের মাঝেই এর বিষয়বস্তু লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ের কেন্দ্রবিন্দু হল নাগরিক। রাষ্ট্রে বা প্রাচীন অর্থে পৌরের অধিবাসীর বিষয়বস্তুই পৌরনীতি ও নাগরিকতা'র বিষয়বস্তু। নিচে এর পরিধি আলোচনা করা হল-

১. নাগরিকতা সম্পর্কিত বিষয়: পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ের মূল আলোচ্য বিষয় হল নাগরিক ও নাগরিকের জীবনের সাথে জড়িত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সকল বিষয়। রাষ্ট্রের আদর্শ নাগরিক হিসেবে বসবাসের জন্য নাগরিকতা অর্জন, সুনাগরিকের গুনাবলী, প্রাপ্য অধিকার ও রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য, দেশপ্রেম ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত। পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে একজন নাগরিক সুনাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে পারে।

২. রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানসমূহের আলোচনা: নাগরিকগণ তাদের প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে থাকে। ভবিষ্যতে আর কী কী ধরনের প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন হতে পারে, বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা ও কার্যাবলি এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে রাষ্ট্র ও নাগরিকের সম্পর্ক সবকিছু পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়।

৩. নাগরিকের স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভূমিকা: রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে কেমন ভূমিকা পালন করবে তা পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয় অধ্যয়ন করলে জানা যায়। যেমন স্থানীয় পর্যায়ের ইউনিয়ন পরিষদে একজন নাগরিকের ভূমিকা, জাতীয় পর্যায়ে জাতীয় সংসদে একজন নাগরিকের ভূমিকা ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জাতিসংঘে ভূমিকা সম্পূর্ণ আলাদা। পৌরনীতি ও নাগরিকতা নাগরিকের এ ধরনের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করে।

৪. নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত: পৌরনীতি ও নাগরিকতা নাগরিকের অতীত কর্মকান্ড, বর্তমান দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং ভবিষ্যতে ভূমিকা কেমন হবে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে। অতীতের ভূমিকা থেকে বর্তমানে নাগরিকগণ প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করে ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা ঠিক করতে পারে। তাই পৌরনীতি ও নাগরিকতার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত।

৫. আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ: বিভিন্ন রাষ্ট্রের অতীত গৌরব, রাষ্ট্র নায়কের ভূমিকা, সম্মোহনী নেতৃত্ব যেমন স্থান পায়, তেমনি কোন রাষ্ট্র কেন পতন হল তাও আলোচিত হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নাগরিকের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাই পৌরনীতি ও নাগরিকতার আইন, সাম্য, স্বাধীনতা, নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ ইত্যাদি বিমূর্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা থাকে। যেমন এ বিষয়ে সরকারি-বেসরকারি আইন, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জীবন ও কর্ম, নীতি আদর্শ, নেতৃত্বও নিয়েও ব্যাখ্যা থাকে। এর ফলে নাগরিকগণ বাহ্যিক ও আত্মিক উভয়ভাবেই নিয়ন্ত্রণে থাকে। এভাবে সুস্থ ও সুন্দর জীবন যাপন নিশ্চিত হয়।

আলোচনা থেকে জানা যায় যে, পৌরনীতি, পুরের বা নগরের অধিবাসীদের নিয়ে আলোচনা করে। এর সাথে জড়িত থাকে নাগরিকের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়। সনাতনী বিষয়গুলো ছাড়াও এখন পৌরনীতি ও নাগরিকতায় মানবিক নিরাপত্তা, শান্তি ও সংঘর্ষ, নারীর ক্ষমতায়ন, শাসন ব্যবস্থায় প্রযুক্তির প্রয়োগ বেশ গুরুত্বসহকারে আলোচনা করা হয়। পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়টিতে নাগরিকের সুকুমার মনোবৃত্তির বিকাশ ও আরও উন্নত জীবন-যাপন নিশ্চিত করায় তাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান সৃষ্টির জন্যই এর অধ্যয়ন।

শিক্ষার্থীর কাজ	একজন নাগরিকের নির্বাচনে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা কোন বিষয়ের কোন অংশে আলোচিত হবে?

সারসংক্ষেপ

পৌরনীতি ও নাগরিকতা, নগর রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র, নাগরিকের জীবন সব কিছু নিয়ে আলোচনা করে। নাগরিকের মর্যাদা, অতীত বর্তমান, ভবিষ্যৎ জাতীয়, আইন সাম্য, স্বাধীনতা, নীতি নৈতিকতা আদর্শ ইত্যাদি সকল দিক এর অন্তর্ভূক্ত। পরিধির বিস্তৃতি এ বিষয়টিকে অনন্য করেছে। আধুনিক নাগরিক তৈরির লক্ষ্যে পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ে আরও নতুন নতুন অনেক বিষয় যোগ হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। পৌরনীতি ও নাগরিকতা এর কেন্দ্র বিন্দু কী?

ক) পৌর বা নগর (খ) রাষ্ট্র (গ) জাতি সংঘ (ঘ) নাগরিক

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

করিম খুবই বিজ্ঞানসম্মত ছেলে। বিজ্ঞান বিষয়ক পড়াশোনা ও কাজকর্ম ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে তার কোন আগ্রহ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর বন্ধুদের সাতে খুরতে বের হয়ে অনেকটা বেসুরো হয়ে যায়। অন্যান্য বন্ধুরা অনেক সময় দেশের রাজনৈতিক বিষয় ও নাগরিক সমস্যা-সুবিধা নিয়ে কথা বলে।

২। করিমের কোন বিষয়ের জ্ঞানের অভাব রয়েছে?

ক) পদার্থবিজ্ঞান (খ) গণিত (গ) রসায়ন (ঘ) পৌরনীতি ও নাগরিকতা

৩। পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ের আলোচনা হল–

i) নাগরিকের আচার-আচরণ
ii) নাগরিকের ব্যক্তিগত বিষয়
iii) নাগরিকের স্থানীয় বিষয়

নিচের কোনটি সঠিক

ক) i খ) i ও iii গ) i, ii ও iii ঘ) কোনটিই নয়

পাঠ-১.৩ পরিবার, পরিবারের শ্রেণীবিভাগ ও কার্যাবলি (Family, Classification of Family and Necessity of Family)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পরিবার কাকে বলে জানতে পারবেন।
- পরিবারের শ্রেণি বিভাগ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- পরিবারের কার্যাবলি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	আদি প্রতিষ্ঠান, রক্তের বন্ধন, অনু পরিবার, নৈতিক আদর্শ, ধর্মীয় মূল্যবোধ।

মানব সভ্যতার সবচেয়ে প্রাচীন ও চিরন্তন সামাজিক প্রতিষ্ঠান হল পরিবার। মানুষ সামাজিক জীব। নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্ব মানুষের জন্য দুর্বিষহ ও পীড়াদায়ক। তাই মানুষ একাকী বসবাস করতে চায় না। বৈবাহিক সম্পর্ক ও রক্তের বন্ধন হল পরিবারের ভিত্তি। বয়োজ্যেষ্ঠ ও উপার্জনক্ষম ব্যক্তিই হল পরিবারের কর্তা। সামাজিক রীতিনীতি এবং নৈতিক বিধি-বিধান দ্বারা পরিবার পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

এ প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানী কিম্বল ইয়ং বলেন, "সমাজ স্বীকৃত পন্থায় সন্তান-সন্ততির অধিকারী এক বা একাধিক পুরুষ এবং এক বা একাধিক মহিলার দ্বারা গঠিত সামাজিক সংস্থাকে পরিবার বলে।"
সমাজবিজ্ঞানী আর.এম.ম্যাকাইভার ও সি.এইচ.পেজ বলেন, "সন্তান-সন্ততির জন্মদান ও লালন-পালনের জন্য যৌন সম্পর্ক দ্বারা গঠিত ক্ষুদ্র ও স্থায়ী সংঘ হল পরিবার।"
সমাজবিজ্ঞানী এম.এফ.নিমকফ বলেন, পরিবার হচ্ছে এমন একটি সংঘ যেখানে সন্তানাদিসহ বা সন্তানবিহীনভাবে স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসবাস করে।

অর্থাৎ সমাজ স্বীকৃত পন্থায় নারী ও পুরুষ সন্তান-সন্ততিসহ বা ছাড়া একত্রে বসবাস করলে সে সংঘটিকে পরিবার বলা যায়।

পরিবারের শ্রেণি বিভাগ

পরিবার হল আদি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সময়ের বিবর্তনে পরিবার নানাভাবে বিবর্তিত হয়েছে। বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতে পরিবারের শ্রেণি বিভাগ নিম্নে বর্ণনা করা হল–

১. বংশানুক্রমের ভিত্তিতে শ্রেণি বিভাগ:

(ক) পিতৃতান্ত্রিক পরিবার: যে পরিবারের সন্তান পিতার বংশধর হিসেবে গণ্য হয় এবং সন্তানের পরিচয় পিতার পরিচয়ের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত হয় সেই পরিবারকে বলা হয় পিতৃতান্ত্রিক পরিবার। এ ধরনের পরিবারে পিতা বা উপার্জনক্ষম বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষই পরিবারের কর্তা।

(খ) মাতৃতান্ত্রিক পরিবার: যে পরিবারের সন্তান মায়ের বংশধর হিসেবে পরিচিত এবং পরিচয় নির্ধারিত হয় তাকে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার বলে। এ ধরনের পরিবারে মাতা বা উপার্জনক্ষম বয়োজ্যেষ্ঠ নারীই পরিবারের কর্তী। আসামের খাসিয়া উপজাতিদের মধ্যে এ ধরনের পরিবার ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়।

২. বিবাহের ভিত্তিতে শ্রেণি বিভাগ:

(ক) একপত্মিক পরিবার: যে পরিবারে স্বামীর একজন স্ত্রী এবং স্ত্রীরও একজন স্বামী থাকে সে পরিবারকে একপত্মিক পরিবার বলে।
(খ) বহুপত্মিক পরিবার: যে পরিবারে স্বামীর একাধিক স্ত্রী একসাথে থাকে সে পরিবারকে বহুপত্মিক পরিবার বলে।
(গ) বহুপতি পরিবার : বহুপতি পরিবার বলতে সেই পরিবার ব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে একজন স্ত্রীলোকের একাধিক স্বামী থাকে।
৩. কাঠামোভিত্তিক শ্রেণি বিভাগ:
(ক) একক পরিবার : যখন স্বামী ও স্ত্রী এবং তাদের উপর নির্ভরশীল সন্তান-সন্ততিরা একত্রে বসবাস করে তখন তাকে একক পরিবার বলে।
(খ) যৌথ পরিবার : যে পরিবার দাদা-দাদী, পিতা-মাতা ও নাতি-নাতনি নিয়ে গড়ে ওঠে সে পরিবারকে যৌথ পরিবার বলে। রক্তের সম্পর্কের ভিত্তি হলো যৌথ পরিবার।
(গ) অণু পরিবার : অণু পরিবার হল সে ধরনের পরিবার যেখানে একজন স্বামী, একজন স্ত্রী এবং তাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়ে থাকে। অণু পরিবার হল পরিবারের ক্ষুদ্র ও সর্বাধুনিক রূপ।

পরিবারের কার্যাবলি

পরিবার এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে মানুষ তার প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করে থাকে। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে পরিবারের কার্যাবলি উল্লেখ করা হল।

১। সন্তান প্রজনন ও প্রতিপালন : সমাজে সন্তান প্রজননের একমাত্র স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হল পরিবার। শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পর অসহায় অবস্থা থেকে শিশুর স্বাবলম্বী হওয়া পর্যন্ত সেবা ও প্রতিপালনের কাজ পরিবার সুষ্ঠুভাবে করে থাকে।
২। অর্থনৈতিক কার্যাবলি : পরিবারের সদস্যদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সকল পরিবারই তার অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তিবর্গের অর্থনৈতিক চাহিদা সাধ্যমত পূরণ করে।
৩। সামাজিকীকরণ : পরিবারের মধ্যেই শিশু সমাজে প্রচলিত নিয়মানুবর্তিতা, বিধি-ব্যবস্থা, নৈতিক আদর্শ, আচার-আচরণ, আদব-কেতা প্রভৃতির সাথে পরিচিত হয় এবং অর্জন করে। শিশুর সামাজিকীকরণের হাতে-খড়ি পরিবারেই হয়ে থাকে।
৪। শিক্ষামূলক কাজ : শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পাদিত হয় পরিবারেই। পরিবারকে বলা হয় 'প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র'। পরিবারের তত্ত্বাবধানেই শিশু শিক্ষা জীবনে প্রবেশ করে। এছাড়া শিশু শিষ্টাচার, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি গুণাবলি পরিবার থেকে শিক্ষালাভ করে।
৫। মনস্তাত্ত্বিক কাজ : শিশু তার পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে স্নেহ- ভালোবাসা পায় তা তার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। শিশুরা বড় হলে তারাও স্নেহ- ভালোবাসার অধিকারী হয়। তাই পরিবার হল মানসিক প্রবৃত্তি সাধনের অনন্য প্রতিষ্ঠান।
৬। ধর্মীয় কাজ : পরিবারের মধ্যেই সন্তান-সন্ততিদের ধর্মীয় শিক্ষা সম্পাদিত হয়ে থাকে। ধর্মীয় রীতি-নীতি, মূল্যবোধ, নিয়ম-কানুন, বিধি-নিষেধ এবং আচার-অনুষ্ঠানের সাথে শিশুরা পরিবারে পরিচিত হয়। যা শিশুর মনে ধর্মীয় অনুরাগ এনে দেয়।
৭। অবকাশমূলক কাজ ; এক সময় পরিবারই ছিল অবকাশ ও চিত্তবিনোদনের একমাত্র কেন্দ্র। মানুষ সারাদিনের কাজ শেষে ঘরে ফিরে পরিবার-পরিজনদের সাথে গল্প-গুজব, খেলা-ধূলা, গান-বাজনা ইত্যাদি করে অবসর বিনোদন করত। বর্তমানে রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা, নাটক, থিয়েটার, বই-পত্র ইত্যাদির মাধ্যমে পারিবারিক বিনোদন করা হয়।
৮। রাজনৈতিক কার্যাবলি : শিশুরা পরিবারের মাধ্যমেই দায়িত্ব, নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রভৃতি শিক্ষা লাভ করে, যা সন্তানকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে নাগরিকের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে সকল জ্ঞান শিশুরা পরিবার থেকেই অর্জন করে।

অতএব, বলা যায়, পরিবার হল আদি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। পরিবারের মাধ্যমেই একটি শিশু যথার্থ জ্ঞান অর্জনের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ সুনাগরিক হয়ে উঠে। তাই এক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা অনন্য।

শিক্ষার্থীর কাজ	পরিবারের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

আদি এবং চিরন্তন সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবার স্বীকৃত। পরিবারের বিভিন্ন শ্রেণি বিভাগ থাকলেও কার্যের ক্ষেত্রে তেমন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। পরিবারের মাধ্যমেই শিশু বিকশিত হয় এবং পরিবারের মাধ্যমেই শিশু পরিবার, রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি কর্তব্য শিখে নেয়। প্রকৃতপক্ষে বৃহত্তর সমাজ জীবন ও ব্যক্তি জীবনের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। নিচের কোনটি আদি সামাজিক প্রতিষ্ঠান?

ক) সমাজ খ) পরিবার গ) গোত্র ঘ) উপজাতি

২। পরিবারের ভিত্তি হল–

ক) স্নেহ-ভালবাসা খ) ঘনিষ্ঠ মেলামেশা গ) রক্তের সম্পর্ক ও বিবাহ ঘ) প্রেম-ভালবাসা

৩। মানুষ সৃষ্টি করেছে–

i) সমাজ
ii) রাষ্ট্র
iii) সৌর জগৎ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii গ) iii ঘ) i ও ii

৪। পিতা-মাতার স্নেহ-ভালোবাসা পেলে শিশু কেমন হয়?

i) কর্তব্য পরায়ণ
ii) কাণ্ডজ্ঞানহীন
iii) সুনাগরিক

নিচের কোনটি সঠিক

ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.৪ সমাজ (Society)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সমাজের অর্থ ও প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- সমাজের ক্রমবিকাশ বলতে পারবেন।
- সমাজের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সমাজের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	মৌলিক প্রয়োজন, উপজাতি, গোষ্ঠী, রক্তের সম্পর্ক, নৈতিক মূল্যবোধ

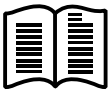

সমাজ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Society'। শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'Socious' থেকে যার অর্থ- সহযোগিতা বা পারস্পরিক বন্ধুত্ব। সমাজ মানুষের মৌলিক প্রয়োজন এবং সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের স্থান। মানুষের সংঘবদ্ধ জীবনের সূচনা ঘটে সমাজে। মানুষ সমাজেই জন্মগ্রহণ করেন, সমাজেই লালিত-পালিত হয় এবং সমাজেই মৃত্যুবরণ করে। এখানে মানুষ তার খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা লাভ করে থাকে। সমাজের মধ্যেই ব্যক্তির সমগ্র জীবন আবর্তিত হয়। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল বলেছেন, "মানুষ স্বভাবতই সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব। যে সমাজে বাস করে না, সে হয় পশু না হয় দেবতা।"

সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার বলেন, 'সমাজ মানুষের বহুবিধ সামাজিক সম্পর্কের এক সামগ্রিক পদ্ধতি'। সমাজবিজ্ঞানী জিসবার্গ বলেন, "সমাজ হল সামাজিক সম্পর্কের সেই জাল, যা দ্বারা প্রত্যেক মানুষ তাদের সঙ্গীদের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই বলা যায়, সমাজের সাথে মানুষের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।"

সমাজের ক্রমবিকাশ

সমাজের উৎপত্তি কখন, কীভাবে হয়েছে এর কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। সমাজবিজ্ঞানীরা অনেক অনুসন্ধান ও গবেষণা করে সমাজের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছেন।

সমাজের ক্রমবিকাশে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে পরিবার। পরিবার রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে ঐক্য বদ্ধ থাক। পরিবার থেকে সৃষ্টি হয় নানা গোষ্ঠী, উপজাতি। এসব গোষ্ঠী ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চেতনা দ্বারা ঐক্যবদ্ধ থাকে। এরূপ বৃহৎ ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠীই কালের বিবর্তনের সমাজে পরিণত হয়।

সমাজের বৈশিষ্ট্য

সমাজের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হল:

১। ঐক্য : ঐক্য সমাজের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ধর্ম, ভাষা, অভ্যাস, মনোভাব, কৃষ্টি ও আদর্শগত ঐক্যের ভিত্তিতে সমাজ গড়ে ওঠে।

২। স্থায়িত্ব ; সমাজ চিরস্থায়ী বর্গ। তবে সময়ের সাথে সাথে মানব সভ্যতা ও সমাজের রূপান্তর ঘটে। কিন্তু এ রূপান্তর ধারাবাহিক সামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই হয়ে থাকে।

৩। সাধারণ উদ্দেশ্য : একটি সাধারণ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে সমাজ গড়ে ওঠে। আর এ সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিচ্ছিন্ন জনগণ সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে এবং একে অন্যের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করে।

৪। বৈচিত্র : সমাজ একটি বিচিত্ররূপের মানবিক সংগঠন। সমাজে পারস্পরিক ঐক্য-অনৈক্য, সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য, সহযোগিতা-বিরোধিতা, অবহেলা-সহমর্মিতা, হাসি-কান্না সবকিছুই বিদ্যমান।

৫। নৈতিক মূল্যবোধ : সমাজের ভিত্তি হল নৈতিক মূল্যবোধ। ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, রীতি-নীতি, প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান, নৈতিকতা। স্নেহ-মায়া-মমতা, ভালোবাসা ইত্যাদির সমষ্টিই মূল্যবোধ। সমাজ এ সকল মূল্যবোধের জন্য স্থায়িত্ব লাভ করে।

অতএব বলা যায়, সমাজ সামাজিক অনুশাসনের দ্বারা মানুষকে মূল্যবোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে।

সমাজের উদ্দেশ্য

মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনই করাই সমাজের মূল উদ্দেশ্য। সমাজের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হল:

১। নিরাপত্তা প্রদান : সমাজের মূল লক্ষ্য হচ্ছে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করে ব্যক্তি জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং নিশ্চয়তা-বিধান করা।

২। ব্যক্তিত্ব বিকাশ : সমাজের মাধ্যমেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ হয়। সমাজ মানুষের মানবিক গুণাবলিকে পারস্পরিক লেনদেন ও সাহচর্যের বন্ধনে বিকশিত করে থাকে।

৩। মৌলিক চাহিদা পূরণ : সমাজ নাগরিকের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ সকল মৌলিক চাহিদা পূরণ করে। সমাজে মানুষ একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে অর্থ উপার্জনের বিভিন্ন পথ খুঁজে নেয়।

৪। শিক্ষা ও সচেতনতা দান : সমাজের মধ্যেই মানুষের বিবেক, বুদ্ধি, কর্মদক্ষতা ও চেতনার বিকাশ ঘটে। শিক্ষা মানুষের আত্মবিকাশের অনুকুল পরিবেশ তৈরি করে।

৫। সংকীর্ণতা দূরীকরণ : সমাজ জাতীয় প্রগতির সাথে ব্যক্তির কল্যাণের সমন্বয় সাধন করে। স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণ মনোভাবকে দূর করতে সমাজ কার্যকরি ভূমিকা পালন করে।

অতএব, একাবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ জীবন ব্যবস্থার মাধ্যম সমাজ মানুষের জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণময় করে তোলে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সমাজের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন। সমাজের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

সমাজ হচ্ছে একটি মানবীয় সংগঠন। সমাজ ছাড়া কোন সভ্য, সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের কথা কল্পনা করা যায় না। পরস্পর নির্ভরশীলতা সমাজস্থ মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধতার মাধ্যমে সমাজের মানুষ তাদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। মানুষ কোন ধরনের জীব?
ক) সামাজিক খ) রাজনৈতিক গ) অর্থনৈতিক ঘ) সাংস্কৃতিক

২। মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে–
i) ধন সম্পদ অর্জনের জন্য
ii) ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য
iii) সংকীর্ণতা দূর করার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক
ক) i খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। মানুষ সামাজিক জীব হলেও কিছু মানুষ সমাজের বাইরে বাস করে, তারা হলেন–
i) ফকির-সন্যাসী
ii) মুনী ঋষি
iii) শিক্ষক, সমাজকর্মী
নিচের কোনটি সঠিক
ক) i খ) i ও ii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.৫ রাষ্ট্রের উৎপত্তি (Evolution of State)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন মতবাদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বিধাতার প্রতিনিধি, প্রকৃতির রাজ্য, যুদ্ধ বিগ্রহ, রাজনৈতিক চেতনা, রক্তের সম্পর্ক, ধর্মের বন্ধন।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি কখন, কোথায় এবং কীভাবে হয়েছে সে সম্পর্কে সঠিক কোন ঐতিহাসিক দলিল বা প্রমাণ নেই। তাই রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ অতীত ইতিহাস, সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ বা তত্ত্ব ব্যক্ত করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মতবাদগুলো হচ্ছে: ১। ঐশ্বরিক বা বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদ ২। বল প্রয়োগ মতবাদ ৩। পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ ৪। মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ ৫। সামাজিক চুক্তি মতবাদ ৬। ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ

১। ঐশ্বরিক বা বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদ : রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে ঈশ্বর বা বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদই সবচেয়ে প্রাচীন মতবাদ। এ মতবাদের মূল কথা হল ঈশ্বর বা বিধাতা রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন। রাষ্ট্রের রাজা বা শাসক বিধাতার প্রেরিত প্রতিনিধি। শাসক বিধাতার নির্দেশেই শাসন কাজ পরিচালনা করে থাকেন। তাই শাসকের আদেশ অমান্য করা রাষ্ট্রীয় অপরাধ। কেননা তাঁর আদেশ-নির্দেশ স্বয়ং বিধাতার কাছ থেকে প্রাপ্ত। শাসকের আদেশ অমান্য করার অর্থ হল বিধাতাকে অমান্য করা। রাজা জনগণের প্রতিনিধি নয় বরং ঈশ্বরের প্রতিনিধি। রাজা তাঁর কাজকর্মের জন্য জনগণের কাছে নয়, ঈশ্বরের কাছে দায়ী থাকবেন। এ মতবাদের সমর্থক ছিলেন মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তাবিদ সেন্ট অগাস্টিন, সেন্ট টমাস এ কুইনাস, ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই, ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস এবং তাঁর পুত্র প্রথম চার্লস।

সমালোচনা : আধুনিক যুগে গণতন্ত্র ও প্রগতির ধারায় ঐশ্বরিক বা বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদ প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। সুতরাং, এ মতবাদ ভ্রান্ত, অচল, স্বৈরাচারী, অবিশ্বাস্য, অযৌক্তিক ও অনৈতিহাসিক।

২। বল প্রয়োগ মতবাদ : বল প্রয়োগ মতবাদের মূল বক্তব্য হল– বল প্রয়োগের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে এবং বলের দ্বারা রাষ্ট্র শাসিত হয়। মানুষ স্বভাবত কলহপ্রিয়, ক্ষমতালিপ্সু এবং কর্তৃত্বপরায়ণ। এ ভাবে ধীরে ধীরে গোত্র-গোত্রে, রাজায়-রাজায় বল প্রয়োগ করে একজন আরেকজনকে পরাজিত করে তাদের উপর কর্তৃত্ব করতে লাগল। বিজয়ীরা শাসক হল এবং পরাজিতরা সে শাসকের অধীনস্থ প্রজা হল। এভাবে জোর যার মুল্লুক তার নীতির উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র নামক একটি সার্বভৌম প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। ডেভিড হিউম, জেংকস্, জেলেনিক প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এ মতবাদের সমর্থক।

সমালোচনা : রাষ্ট্রের মত একটি মহৎ প্রতিষ্ঠান। বল প্রয়োগের মাধ্যমে সৃষ্টি হতে পারে না। সুতরাং এ মতবাদ অযৌক্তিক, মানবতা বিরোধী ও অবিশ্বাস্য।

৩। পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ : পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের একটি স্বাভাবিক সম্প্রসারণ। অর্থাৎ পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের ক্রমাগত সম্প্রসারণই রাষ্ট্র। বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ প্রধানের বংশের দিক হতে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বংশ গণনা করা হত। এভাবে পরিবার সম্প্রসারিত হয়ে বহু পরিবারের সৃষ্টি করে এবং উপজাতিতে পরিণত হয়। এ উপজাতির প্রধান হন প্রথম পরিবারের যিনি প্রধান ছিলেন তিনি। এভাবে কয়েকটি উপজাতি একত্রিত হয়ে একটি রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। পিতৃতান্ত্রিক মতবাদের প্রবক্তা হলেন স্যার হেনরী মেইন, মরগান, জেংকস প্রমুখ চিন্তাবিদ।

সমালোচনা : পিতৃতান্ত্রিক পরিবার মানব সমাজ বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে কিন্তু তাই বলে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার যে রাষ্ট্র সৃষ্টির একমাত্র ও প্রধান উপাদান এ মতবাদের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই।

৪। মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ : মাতৃতান্ত্রিক মতবাদের মূল বিষয় হল– মাতৃপ্রধান পরিবার সম্প্রসারিত হয়ে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। আদিম সমাজে বিবাহ প্রথা ছিল না। কয়েকজন পুরুষ মিলে একজন নারীকে কেন্দ্র করে পরিবার গঠন করে। ঐ নারীরাই

ছিল পরিবারের প্রধান। একটি পরিবারে একাধিক পুরুষ থাকায় পুরুষের মাধ্যমে নয় বরং পরিবারের একমাত্র পরিচালক হওয়াতে মহিলার দিক থেকেই বংশ পরিচয় গণনা করা হত। এভাবে মাতৃতান্ত্রিক পরিবারগুলো সম্প্রসারিত হয়ে পরবর্তীতে বিভিন্ন বিবর্তনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। এমতবাদের সমর্থক ছিলেন– মর্গান, জেংকস, ম্যাকলিনান প্রমুখ চিন্তাবিদ।

সমালোচনা : ইতিহাসে মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের অস্তিত্ব পাওয়া যায় তবে মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে এরূপ কোন নজির নেই।

৫। সামাজিক চুক্তি মতবাদ : সামাজিক চুক্তি মতবাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে, জনগণের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। রাষ্ট্রের উৎপত্তি লাভের পূর্বে মানুষ 'প্রকৃতির রাজ্য' বসবাস করত এবং প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হত। প্রকৃতি রাজ্যে মানুষ প্রাকৃতিক অধিকার ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করত। কিন্তু একসময়ে প্রাকৃতিক আইনের কার্যকারিতা ও প্রাকৃতিক অধিকার ভোগ করা অনিশ্চিত ও অসম্ভব হয়ে পড়ে। এরূপ অনিশ্চিত জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষ স্বেচ্ছায় ও সুচিন্তিতভাবে পরস্পর চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে রাষ্ট্র গঠন করে। চুক্তির দ্বারা গঠিত রাষ্ট্র নামক রাজনৈতিক সংগঠনের হাতে মানুষ সমল ক্ষমতা ও প্রাকৃতিক অধিকার হস্তান্তর করে। বিপরীতে তারা সামাজিক অধিকার হস্তান্তর করে। বিপরীতে তারা সামাজিক অধিকার ও নিরাপত্তা লাভ করে। সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রবক্তাগণ চুক্তি তত্ত্বের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করলেও একটি বিষয়ে সকলে একমত যে, জনগণের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। এ মতবাদের সমর্থক হলেন– প্রাচীন গ্রীসের সোফিস্টগণ, গ্রিক চিন্তাবিদ প্লেটো, এরিস্টটল, রোমানচিন্তাবিদ পলিবিয়াস, ইংরেজ দার্শনিক টমাস হবস্, জন লক এবং ফরাসি দার্শনিক জ্যাঁ জ্যাঁক রুশো।

সমালোচনা : মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির জন্যই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে কোন চুক্তির মাধ্যমে নয়। স্যার হেনরি মেইন সামাজিক চুক্তি মতবাদকে 'অসার', টমাস হিল গ্রীন একে 'উপন্যাস'; বেথাম একে 'প্রমোদ ধ্বনি' এবং ভলটেয়ার একে 'বন্য' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৬। ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ : রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদসমূহের মধ্যে ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদই গুরুত্বপূর্ণ এবং বিজ্ঞানসম্মত। বর্তমান আধুনিককালে তাই এ মতবাদ সর্বজন স্বীকৃত। যদিও উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে এখন পর্যন্ত রাষ্ট্রের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে তা নির্ধারিত হয়নি তথাপি আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ এ বিষয়ে একমত যে, রাষ্ট্র ধারাবাহিক বিবর্তনের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র বিধাতা কর্তৃক হঠাৎ একদিনে সৃষ্টি হয় নি, এটি বল প্রয়োগের মাধ্যমেও সৃষ্টি হয় নি; একটি মানুষর চুক্তিরও ফল নয়। এ মতবাদের মূল কথা হল, মানব সমাজের ক্রমবিবর্তনের ফলেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। অধ্যাপক বার্জেস যথার্থই বলেছেন, "রাষ্ট্র মানব সমাজের ক্রমবিকাশের ফল।" কিন্তু কোন একক ঐতিহাসিক উপাদানের উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়নি বরং রক্তের সম্পর্ক, ধর্মের বন্ধন, যুদ্ধ-বিগ্রহ, অর্থনৈতিক প্রয়োজন রাজনৈতিক চেতনা ইত্যাদি উপাদানের কার্যকারিতার উপর ভিত্তি করেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। এ মতবাদের অন্যান্য সমর্থকদের মধ্যে রয়েছে অধ্যাপক গার্নার, ম্যাকাইভার, লীকক্ প্রমুখ চিন্তাবিদ।

তাই রাষ্ট্রের উৎপত্তি কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। বরং বিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন উপাদানের কার্যকারিতার ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদগুলো উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

মানব কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হল রাষ্ট্র। তবে এই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হঠাৎ করে হয় নি। রাষ্ট্রের উৎপত্তি নিয়ে নানা ধরনের বক্তব্য রয়েছে। অনেক চিন্তাবিদ মনে করেন রাষ্ট্র ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন, কেউ কেউ বলেন পিতা বা মাতা অথবা বল প্রয়োগ বা কোন চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে। তবে আধুনিককালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ মোটামুটি একমত যে বিবর্তনের ধারায় রক্তের সম্পর্ক, ধর্মের বন্ধন, যুদ্ধ-বিগ্রহ, অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ও রাজনৈতিক চেতনার সংমিশ্রণে ব্যক্তির ইচ্ছায় রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল এ প্রসঙ্গে বলেন, "মানুষের মৌলিক প্রয়োজনে এবং স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৫

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক ও গ্রহণযোগ্য মতবাদ কোনটি?
ক) ঐশ্বরিক মতবাদ খ) ঐতিহাসিক মতবাদ গ) বল প্রয়োগ মতবাদ ঘ) সামাজিক চুক্তি মতবাদ

২। রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে নিচের কোন্ কোন্ উপাদানের সমন্বয়ে?
i) রক্তের সম্পর্ক
ii) যুদ্ধ-বিগ্রহ
iii) রাজনৈতিক চেতনা
নিচের কোনটি সঠিক
ক) i খ) ii ও ii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

১। ক ও খ রাষ্ট্রের অবস্থান পাশাপাশি। ক রাষ্ট্র তার পাশ্ববর্তী দুর্বল 'গ' রাষ্ট্রকে যুদ্ধে পরাজিত করে দখল করে নেয়। খ রাষ্ট্র সেই ভয়ে তার পাশ্ববর্তী অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে পারস্পরিক সহযোগিতা দানের মাধ্যমে কালক্রমে সকলে মিলে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।
ক) দার্শনিক জ্যাঁ জ্যাক রুশো রাষ্ট্র সৃষ্টির কোন মতবাদের প্রবর্তক ছিলেন?
খ) রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা কি?
গ) 'খ' রাষ্ট্রের শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পেছনে কোন মতবাদ কাজ করে?
ঘ) ক রাষ্ট্র কর্তৃক গ রাষ্ট্রকে দখল করে নেয়া রাষ্ট্র সৃষ্টির কোন মতবাদের সমর্থন করে। ব্যাখ্যা দিন।

২। জনাব পারভেজ এবং তাঁর স্ত্রী দুজনেই কর্মজীবী হওয়ায় তাদের একমাত্র পুত্র রিপনকে ছোটবেলা থেকেই হোস্টেলে রেখে পড়াশুনা করান। ছুটিতে বাড়ি আসলে ও তাদের ব্যস্ততার কারণে ছেলেকে বেশি সময় দিতে পারেন নাই। ছেলে একা একা বেশিরভাগ সময় কাটান। সামাজিকতা তেমন বুঝেন না। তেমনিভাবে নিজের সুখ-দু:খ কারো সাথে ভাগাভাগি করতে পারেন না কিংবা অন্যের দু:খ-সুখও তেমনভাবে তাকে নাড়া দেয় না। একদিন পারভেজ তার বন্ধু রমিজের বাসায় বেড়াতে গেলে তার ছেলে দরজা খুলেই সালাম ও কুশল বিনিময় করে। তাকে সম্মানের সাথে বসিয়ে বাবাকে ডেকে দেন এবং নিজেই চা-নাস্তা নিয়ে আসে। পারভেজ মুগ্ধ হন এবং নিজের ছেলেকে এভাবে গড়ে তুলতে পারেন নাই বলে অনুতপ্ত হন।
ক) পারিবারিক কাঠামো অনুসারে পরিবার কত প্রকার ও কী কী?
খ) রমিজের ছেলের শিষ্ঠাচার ও ভদ্র ব্যবহার পরিবারের কোন ধরনের কাজের ফল?
গ) রিপনের মানসিক বিকাশ সমৃদ্ধ না হওয়া পরিবারের কোন কাজের ব্যর্থতার কারণে?
ঘ) ছেলেকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্য জনাব রমিজের পরিবারের যে কাজটির ভূমিকা রয়েছে তা ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১ : ১। গ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২ : ১। ঘ ২। ঘ ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩ : ১। খ ২। গ ৩। ঘ ৪। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪ : ১। ক ২। গ ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৫ : ১। ঘ ২। ঘ